বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
www.brwt.gov.bd

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

ভূমিকা

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও লালন পালন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ; ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা, খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা গ) বৌদ্ধ উপাসনালয় সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি ঘটানোর নিমিত্তে বর্তমান সরকার ট্রাস্টিদের মনোনয়ন দিয়ে গতিশীল ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠন করেন। গত ৮ই ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মুলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পূর্নগঠন করা হয় । বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম পদবী নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক	নাম	পদবী
১।	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২।	মি. সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া - কক্সবাজার জেলা	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩।	মি. দয়াল কুমার বড়ুয়া - চট্টগ্রাম জেলা	ট্রাস্টি
৪।	মিসেস. বাসন্তি চাকমা - খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	ট্রাস্টি
৫।	মি. দীপক বিকাশ চাকমা - রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	ট্রাস্টি
৬।	মি. মং ক্য চিং চৌধুরী - বান্দরবান পার্বত্য জেলা	ট্রাস্টি
৭।	মি. খে মংলা রাখাইন - বরগুনা ও পটুয়াখালী	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০১৭খ্রিঃ

২. রূপকল্প

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

৩. অভিলক্ষ্য

দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ

৪. ট্রাস্টের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৩(তিন) হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

৪.১ বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয় সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত ও ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ট্রাস্ট তহবিল হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০ লক্ষ টাকা ১১৫টি বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডায় বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

৪.২ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ৩৯৫ টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

৪.৩ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সব অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমন ও অসহায়গৃহীদের চিকিৎসা জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০জন অসহায়গৃহী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মোট ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.৫ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারর আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ জাতীয় মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ

পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব '' **শুভ প্রবরণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান''** উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা কার হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা** ও **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা** উপলক্ষে বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মে ২০১৭ বুধবার ঢাকায় বঙ্গভবনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।-পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মে ২০১৭ বুধবার ঢাকায় বঙ্গভবনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।-পিআইডি

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ মে ২০১৭ মঙ্গলবার ঢাকায় গণভবনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ মে ২০১৭ মঙ্গলবার ঢাকায় গণভবনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।-পিআইডি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা' উপলক্ষে গণভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গণভবনের সার্বিক সহযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সুচারূভাবে সম্পাদন করে।

৪.৬ জাতীয় দিবস উদযাপন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

৪.৭ দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজননীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৪.৯ বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান। এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া, শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের উদ্যোগে ''সপ্তপর্ণী'' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। এবারও বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৬ উপলক্ষে ট্রাস্টে কার্যক্রম সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

৪.১০ ওয়েব-সাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ''রূপকল্প -২০২১'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (*www.brwt.gov.bd)* চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

৪.১১ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষে ‘‘প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা’’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । তিন বছর মেয়াদে এই প্রকেল্পের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এ পাঁচটি জেলায় ১০০টি বৌদ্ধ বিহারে ১০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ হাজার এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২ হাজার বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা ট্রাস্টের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪.১২ বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১৩ অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা র ক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নে তৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জয় দত্ত বড়ুয়া, সচিব , বৌদ্ধ ধর্মীয়ন কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।